৫. শশাঙ্কের কৃতিত্বের মূল্যায়ন করো। (ব. বি. ২০০৮)

বাঙালির ও বাংলাদেশের ইতিহাসে রাজা শশাঙ্ক এক শ্রদ্ধার আসন অধিকার করে রয়েছেন। আর্যাবর্তে বাঙালির সাম্রাজ্য বিস্তারের কল্পনা এবং সার্বভৌম বাংলা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করার কল্পনা সর্বপ্রথম তার মনেই উদয় হয়েছিল এবং তিনি তার জীবদ্দশায় এই কল্পনাকে বাস্তবায়িত করে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

পরবর্তী গুপ্ত রাজাদের প্রাধান্য থেকে তিনি গৌড় রাজ্যকে স্বাধীন করে এক সার্বভৌম বাঙালি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সমস্ত বঙ্গদেশে আধিপত্য বিস্তার করার পর তিনি দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর), উৎকল ও কঙ্গোদ (উত্তর ও দক্ষিণ ওড়িশা)

Scanned with CamScanner

মগধ, বারাণসী প্রভৃতি অঞ্চল নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তা ছাড়া তিনি মালবরাজ দেবগুপ্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে কনৌজ ও থানেশ্বরের বিরুদ্ধেও সশস্ত্র অভিযান করেছিলেন।

শশাঙ্ক বেঁচে থাকতে সম্রাট হর্ষবর্ধন বাংলা রাজ্যের কোনও অনিষ্ট করতে সক্ষম হননি। কূটকৌশল শশাঙ্ক ছিলেন অদ্বিতীয়। মালবরাজ দেবগুপ্তের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব, রাজ্যবর্ধনের সঙ্গে তার যুদ্ধ ও রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু শশাঙ্কের সামরিক দক্ষতা ও কূটকৌশলের সাফল্যের পরিচায়ক। বৌদ্ধগ্রন্থাদি, *হর্ষচরিত*, হিউয়েন-সাঙের বিবরণী ইত্যাদিতে শশাঙ্কের চরিত্রের বর্ণনা করা হয়েছে তা তাঁর প্রকৃত চেহারা নয়। কাফি খাঁর বিবরণে শিবাজির চরিত্রে যেমন কালিমালেপন করা হয়েছে তেমনি, পক্ষপাত দোষে দুষ্ট চরিত্রের বর্ণনা থেকে শশাঙ্কের প্রকৃত পরিচয় পাওয়ার কোনও সুযোগ নেই।

হিউয়েন-সাঙ শশাঙ্কের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে বহু সংখ্যক বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখাতে পেয়েছেন। শশাঙ্ক প্রকৃতই বৌদ্ধ ধর্মের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রু হলে এই সব বিহার ও ভিক্ষুর অস্তিত্ব হিউয়েন-সাঙ দেখবার সুযোগ পেতেন কিনা, বলা যায় না। তবে আধুনিক গবেষণার ফলে, যে সব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাতে গৌড়রাজ শশাঙ্কের প্রকৃত পরিচয় কিছুটা হলে জানা যায়।

শশাঙ্কের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করার মতো উপযুক্ত পরিমাণ তথ্যের অভাব থাকলেও এ কথা অবশ্যই বলা চলে যে, তিনিই ছিলেন বাংলার সর্বপ্রথম শক্তিশালী স্বাধীন রাজা। তিনি শুধুমাত্র গৌড়কে স্বাধীন রাজ্যে রূপান্তরিত করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি সমগ্র দক্ষিণ-বিহার ও ওড়িশার উপর নিজের আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়েছিলেন তিনি উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনেও সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে পাল রাজারা তাঁদের বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, বাণভট্ট বা হিউয়েন-সাঙ যদি শশাঙ্ক বিরোধী না হয়ে নিরপেক্ষ বিচারক হতেন তা হলে শশাঙ্ক হয়তো হর্ষবর্ধনের সমকক্ষ হিসাবে ইতিহাসে স্থান পেতেন। কিন্তু তাঁরা বিবরণে পক্ষপাতিত্ব করায় পরবর্তী প্রজন্ম শশাঙ্ককে কাপুরুষ, রাজ্যবর্ধনের হত্যাকারী এবং বৌদ্ধধর্মের নিষ্ঠুর প্রপীড়ক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন। শশাঙ্কের শাসনকাল সমসাময়িক উদীয়মান রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে অতিবাহিত হয়েছিল। রাজনৈতিক দিক দিয়ে সপ্তম শতাব্দী ছিল এক অশান্ত যুগ। প্রায় ক্ষেত্রেই শক্তিশালী রাজার সঙ্গে সঙ্গে সেই বংশের শাসন দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। গৌড়রাজ শশাঙ্কও তার ব্যতিক্রম নন। শশাঙ্কের

Scanned with CamScanner

রাজত্বকালের প্রশাসন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। তবে চিনা পর্যটক হিউয়েন-সাঙের বিবরণে শশাঙ্কের সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার যে ধারণা পাওয়া যায় তার থেকে তার প্রশাসনিক দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা শশাঙ্কের আমলে চালু করা হয়েছিল। কিন্তু শশাঙ্কের পর গৌড়দেশে আর স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল না। অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সুস্থিতির ক্রমাবনতি ঘটে।

৬. হর্ষবর্ধন ও শশাঙ্কের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(ব. বি. ২০০৪)

পরিস্থিতির আকস্মিক পরিবর্তনে হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ এবং থানেশ্বরের রাজ্যভার গ্রহণ করেছিলেন। কনৌজ থেকে সংবাদ এসেছিল যে রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের ভগ্নীপতি গ্রহবর্মনকে মালবরাজ দেবগুপ্ত কনৌজ আক্রমণ করে পরাজিত ও নিহত করেছেন। বন্দিনি করে রেখেছেন ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে কনৌজে এবং থানেশ্বর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে তাকে সহজেই পরাজিত এবং হত্যা করলেন। কিন্তু গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক ছিলেন দেবগুপ্তের মিত্র। তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করলেন। তবে এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। হর্ষবর্ধনের দু'টি লিপি থেকে জানা যায় যে, শশাঙ্কের শিবিরের এক মল্লযুদ্ধে রাজ্যবর্ধন প্রাণ হারিয়েছিলেন। তার পর শশাঙ্ক রাজ্যশ্রীকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিলেন। এটা ছিল তাঁর সামরিক কৌশল।

হর্ষচরিত থেকে জানা যায়, যে শশাঙ্কের দ্বারা রাজ্যবর্ধনের হত্যার কথা শোনা মাত্র হর্ষবর্ধন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি যদি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে পৃথিবীকে গৌড়শূন্য না করতে পারেন তা হলে পতঙ্গ যেমন আগুনে প্রাণ দেয় তেমনি আগুনে তিনি তাঁর পাপী দেহকে আহুতি দেবেন।

হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থার মূলনীতি ছিল স্বৈরাচারের আশ্রয় না দিয়ে নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে শাসনকার্য পরিচালনা। এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় সম্রাটের ব্যক্তিগত প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব এবং জনকল্যাণের আদর্শ ছিল প্রকৃত ভিত্তি। হর্ষবর্ধন বিশ্বাস করতেন যে, রাজার পক্ষে বিরামহীন রাজকার্য সম্পাদন করাই হলো প্রশাসনিক দক্ষতার প্রধান শর্ত। হর্ষবর্ধন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করতেন যাতে দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন সম্ভব হয়, এবং রাজকর্মচারীরা নিজেদের দায়িত্ব পালনে কোনও রকম অবহেলা প্রদর্শন না করতে পারেন।

Scanned with CamScanner

তাম্রশাসনে শশাঙ্ককে 'পরমভট্টারক পরম মহেশ্বর মহারাজাধিরাজ' বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। অনুমান করা হয় বাংলা, বিহারের অধিকাংশ এবং ওড়িশা নিয়ে শশাঙ্কের গৌড়রাজ্য গঠিত ছিল।

হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে পরম শত্রু বলে গণ্য করতেন। হর্ষবর্ধন ও শশাঙ্কের মধ্যে কোনও সম্মুখ সমর হয়েছিল কিনা তা সঠিক ভাবে জানা যায় না। একমাত্র *আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প* নামক বৌদ্ধগ্রন্থে হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের রাজধানীর দিকে অগ্রসর হয়ে তাকে পরাজিত করেন এবং নিজের রাজ্যের বাইরে না যেতে আদেশ করেন বলে উল্লেখ আছে।

হিউয়েন-সাঙের বিবরণে উল্লিখিত শশাঙ্কের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার, শশাঙ্ক কর্তৃক বোধিবৃক্ষ ছেদন, বুদ্ধগয়ার বুদ্ধমূর্তিটিকে নিকটবর্তী হিন্দুমন্দিরে এবং বোধগয়ার মন্দিরে শিবের মূর্তি স্থাপন, কুশীনগর ও বারাণসীর মধ্যবর্তী স্থলে স্থাপিত বৌদ্ধ মঠটির ধ্বংস সাধন, পাটলিপুত্রের সংরক্ষিত বুদ্ধের পদচিহ্নযুক্ত পাথরটিকে গঙ্গায় নিক্ষেপ ও ফলসরূপ নানা রকম রোগভোগ ও মৃত্যুর কাহিনি *আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প*-এ পাওয়া যায়।

শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধন যে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে সমর্থ হননি, তা শশাঙ্কের তিনটি শিলালিপি থেকে প্রমাণ হয়। এই শিলালিপিগুলির তারিখ হলো ৬১৯ খ্রিস্টাব্দ। তার মানে ৬১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শশাঙ্ক তিনি সাম্রাজ্যের নিরঙ্কুশ অধিপতি ছিলেন। মজুমদারের মতে, শশাঙ্ক তাঁর মৃত্যুকাল অবধি গৌড়, দণ্ডভুক্তি, মগধ, উৎকল ও কঙ্গোদের অধিপতি ছিলেন। দীনেশ সরকার বলেন, শশাঙ্কের মৃত্যু আনুমানিক ৬২৫ খ্রিস্টাব্দ। সুতরাং থানেশ্বর রাজ হর্ষবর্ধনের নিজের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ থাকলেও তিনি গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের কোনও ক্ষতি করতে পারেননি।

Scanned with CamScanner